উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব এম, ইনায়েতুর রহিম
এবং
বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

ফৌজদারী আপীল নং-১৩৩৬/১৯৯২

হায়দার আলী ওরফে হায়দার
----দন্ডিত -আপীলকারী।
বনাম
রাষ্ট্র
---- রেসপনডেন্ট।
কেহ উপস্থিত নাই;
----আপীলকারীপক্ষে
জনাব গাজী মোঃ মামুনুর রশিদ, এ,এ,জি
রেসপনডেন্ট পক্ষে।
শুনানীঃ ২৩ অক্টোবর, ২০১১ ইং।

রায় প্রদানঃ ২৫ অক্টোবর, ২০১১ ইং।

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

ইহা ফৌজদারী কার্যবিধির ৪১০ ধারার বিধান অনুযায়ী দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল।

দন্ডিত-আপীলকারী হায়দার আলী ওরফে হায়দার গাইবান্ধা দায়রা জজ কর্তৃক দায়রা মামলা নং ৪৪/৯১, যাহা জি,আর নং ৫৯/১৯৯০ এবং গাইবান্ধা থানার মামলা নং-৮ তারিখ ২১/০৭/১৯৯০ হইতে উদ্ভূত, প্রদত্ত ২০/০৫/১৯৯২ ইং তারিখে রায় ও আদেশ দ্বারা দন্ডবিধির ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড ও ৫০০০ টাকা জরিমানা প্রদান করায় সংক্ষুব্ধ হইয়া অত্র আপীলটি দায়ের করেন।

সংক্ষেপে রাষ্ট্র পক্ষের মামলা সংক্ষিপ্ত ঘটনা হইল; খোকা মিয়া পিতা মৃত ইউসুফ উদ্দিন ২২/৭/১৯৯০ সকাল ৮-৩০মিনিটের সময় গাইবান্ধা থানায় হাজির হইয়া এই মর্মে এজাহার করেন যে, গত ২১/৭/১৯৯০ ইং মোতাবেক বাংলা ৫ই শ্রাবণ, ১৩৯৭ রোজ শনিবার সকাল আনুমান ৭ টার সময় এজাহারকারীর বোন আছিরন তাহার গ্রামের হায়দার আলীর বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে রাস্তার ধারে সরকারী টিউবওয়েলে পানি আনিতে গেলে পানি তোলার সময় উক্ত টিউবওয়েলের বাকেট খুলিয়া যায়। বাকেট খুলিয়া যাওয়ায় আসামী হায়দারের মা হালিমা তাহার বোনকে গালাগালি করেন এবং সেই বিষয় লইয়া তাহার ভাই শুটকু ও এজাহারকারী স্থানীয়ভাবে বিচার দাবী করেন। এর পর উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এবং পূর্ব শত্রুতার জন্য আসামী হায়দার ও তাহাদের দলের লোকেরা তাহাদেরকে মারিয়া ফেলিবে বলিয়া হুমকি দেয় এবং ঐ দিন সে সন্ধ্যার পূর্বে বাজারে যাওয়ার পর সন্ধ্যা ৭ টার সময় তাহার ভাই আজগর আলী ওরফে শুটকু বাড়ী হইতে অজু করার জন্য উক্ত টিউবওয়েলে গেলে আসামী ১) হায়দার আলী, ২) হামেদ আলী, ৩) আজম খাঁ, ৪) আনছার আলী, ৫) ইনছার আলী, ৬) হালিমা, ৭) হামিদা ৮) আসামী হায়দার আলীর স্ত্রী তাহারা সকলে তাহার ভাই শুটকুকে একা পাইয়া মারিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে ঘিরিয়া ফেলে। ঐ সময় আজম খাঁ ও হামেদ আলী তাহার ভাই শুটকুকে জড়াইয়া ধরিলে আসামী হায়দার আলী তাহার হাতে থাকা ছোরা দ্বারা তাহার ভাই শুটকুর পিঠে আঘাত করিয়া রক্তাক্ত জখম করে। আসামী হায়দার আলীর ছোরার আঘাতে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় তাহার ভাই শুটকু উক্ত স্থান হইতে চিৎকার দিয়া বাড়ীতে

দৌড়াইয়া আসিয়া তাহার ঘরের সামনে পড়িয়া যায় এবং তখন সে সেখানে উপস্থিত সাক্ষী ছালাম, মরিয়ম, বাহাজ, মুলকজান, বাদশা, নজরুল এবং অন্যান্যদের উপস্থিতিতে ঘটনা বলে এবং সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। এজাহারকারী বাজার হইতে বাড়ী ফিরিয়া সাক্ষীগণ ও বাড়ীর লোকদের নিকট ঘটনা শুনেন এবং মৃত ভাইকে দেখিয়া শোকাতুর হন এবং রাত্রির কারণে ও দুরের পথ হওয়ায় পরের দিন এজাহার দায়ের করেন।

অতঃপর উক্ত এজাহারের ভিত্তিতে গাইবান্ধা থানার মামলা নং ৮ তাং ২১-৭-১৯৯০ উদ্ভব হয়। গাইবান্ধা পুলিশ তদন্তপূর্বক একমাত্র দন্ডিত-আপীলকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় দন্ডবিধি ৩০২ ধারায় অভিযোগ পত্র এবং অন্যদের অব্যাহতির সুপারিশ করেন, যাহার অভিযোগপত্র নং-৪৬ তাং ৩০-৭-১৯৯০।

অতঃপর মামলাটি বিচারের জন্য বিজ্ঞ দায়রা জজ গাইবান্ধা আদালতে বদলী হয় এবং দায়রা মামলা নং ৪৪/১৯৯১ হিসাবে নিবন্ধিত হয়। অতঃপর বিজ্ঞ দায়রা জজ একমাত্র আসামী হায়দার আলীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২ ধারায় অভিযোগ গঠন করিয়া আসামীকে পাঠ করিয়া শুনাইলে নিজেকে নির্দোষ দাবী করিয়া বিচারের প্রার্থনা করেন।

রাষ্ট্রপক্ষ মামলাটি প্রমানের জন্য অভিযোগপত্রের ২১ জন সাক্ষীর মধ্যে ১৩ জন সাক্ষীকে উপস্থাপন করেন। ৯ এবং ১০ নং সাক্ষীকে টেন্ডার ঘোষণা করা হয়। আসামীপক্ষে ও তাহাদের জেরা করা হইতে বিরত থাকে।

সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি সমাপনান্তে আসামী হায়দার আলীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিস্তারিত বর্ণনা ও সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি এবং তাহার মর্মার্থ ভালভাবে উপস্থাপনসহ তাহাকে পূনর্বার পরীক্ষা করিলে তিনি পূনরায় নিজেকে নির্দোষ দাবী করেন। কোন সাফাই সাক্ষী দিবেন না এবং আর কিছুই বলিবেন না বলিয়া জানান ।

আসামীর আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য হইল, যাহা আসামীপক্ষের জেরার ধরণ হইতে অনুমেয় তাহা হইল যে, মৃত ব্যক্তি অসৎ চরিত্রের লোক ছিলেন, অজ্ঞাত লোকেরা তাহাকে হত্যা করিয়াছে, সাক্ষীরাসহ মৃত্যু ভিকটিম ডাকাতি করিত, জুয়া খেলিত, পকেট মারিত এবং আপীলকারী তাহাতে ঐ সব কাজে বাধা দিত এবং নিষেধ করিত। সাক্ষীগণ তাহার পুকুরের মাছ চুরি করিয়াছিল সেই জন্য শালিশ হয় এই সব কারণে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন। এই কারণেই আসামীর বিরুদ্ধে অত্র মিথ্যা মামলা রজু করা হইয়াছে।

পূর্বে বর্ণিত ঘটনা ও অবস্থার নিরিখে নিম্ন আদালত এজাহার, অভিযোগপত্র, সাক্ষীদের জবানবন্দী, জেরা, নথিতে সংরক্ষিত অন্যান্য তথ্য উপাত্ত, উপকরণ ও উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করিয়া সার্বিক বিবেচনা ও মূল্যায়ন করিয়া পূর্বক দন্ডবিধির ৩০২ ধারার অপরাধ সংগঠনের সুস্পষ্ট অভিযোগ রাষ্ট্র পক্ষ কর্তৃক সন্দেহাতীতভাবে প্রমানে সমর্থ হইয়াছে মর্মে আসামীকে দোষী সাব্যস্তক্রমে উক্ত দন্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন, যাহার বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইয়া দন্ডিত-আপীলকারী

অত্র আপীল দায়ের করেন যাহা শুনানীর জন্য গৃহীত হয় এবং নিম্ন আদালতের নথি তলব করা হয়।

আপীলটি শুনানীকালে আপীলকারীপক্ষে কোন বিজ্ঞ আইনজীবী উপস্থিত হন নাই, যদিও বিজ্ঞ আইনজীবীর নামসহ দৈনিক কার্য তালিকায় একাধিকবার আপীলটি শুনানীভূক্ত ছিল।

অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল জনাব গাজী মোঃ মামুনুর রশিদ আপীলটি উপস্থাপন করিয়া নিবেদন করেন যে, মামলার নথিপত্র, অভিযোগপত্র, এবং সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিলে ইহা প্রমানিত হইবে যে, আপীলকারী সুস্থ মস্তিস্কে পরিকল্পিতভাবে খুনের মত জঘন্যতম অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন এবং মৃত্যুর পূর্বে ভিকটিম নিজেই আসামীর নাম সাক্ষীদের সম্মুখে বলিয়াছেন এবং সকল সাক্ষী ভিকটিমের মৃত্যুকালীন ঘোষণা এবং এজাহার সমর্থনে পরস্পরকে সমর্থন করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষ্য প্রমানে সন্দেহাতীতভাবে মামলাটি প্রমানে সক্ষম হইয়াছেন তাহা বিবেচনা এবং মূল্যায়ন করিয়া বিজ্ঞ দায়রা জজ যথার্থই. দন্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন যেখানে কোন ভুল ভ্রান্তি কিংবা কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় নাই, বিধায় আপীলটি না-মঞ্জুর হইবে।

আমরা এখন নথিতে সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত, অন্যান্য উপাদান-উপকরণ বিশ্লেষণ করিয়া তর্কিত দন্ডাদেশ ও সাজা ন্যায় সংগত কিনা এবং আসামী পক্ষ কোন সুবিধা পাইতে পারেন কিনা? তাহা বিচার বিশ্লেষণ করিব। সেই অনুযায়ী প্রথমে আমরা সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি আলোচনা-পর্যালোচনা করিব।

রাষ্ট্রপক্ষের ১ নং সাক্ষী খোকা মিয়া, যিনি এজাহারকারী, জবানবন্দীকালে বলেন যে, মৃত শু° তাহার বড় ভাই। তাহার ভাই গত ২১-৭-১৯৯১ শনিবার সন্ধ্যা ৭ টার সময় আসামী হায়দারের টিউবওয়েলে অজু করিতে গিয়াছিল। তখন টিউবওয়েল এর পাড়ে আলী হায়দার ভাইকে ছোরা দ্বারা আঘাত করে। ছোরার আঘাতে ভাই সোবাহানের নাম ধরিয়া ডাক দিয়া বলে যে হায়দার তাহাকে ছোরা মারিয়াছে। আঘাত পাইয়া তাহার ভাই বাড়ির আঙ্গিনা পর্যন্ত আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখানে নজরুল, বাদশা, রহমান, সোবহান, বাহাজ ও আরো অনেকে আসে এবং এদের সবার সামনে বলে যে, হায়দার তাহাকে ছোরা মারিয়াছে। এরপর পরই তাহার ভাই মারা যায়। ঘটনাকালে তিনি বাড়ীতে ছিলেন না। বাজার হইতে বাড়ী আসিয়া বাড়ীর ও অন্যান্য লোকজনসহ নজরুল, বাদশা, রহমান, আছিরন, বাহাজ, হাজীতন, প্রমুখ এর কাছে ঘটনা শুনে থানাতে এজাহার দেন। দারোগা পরে আসিলে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈয়ার করেন ও লাশ মর্গে পাঠান ঐ দিন সকালে ভাই ও হায়দারের মধ্যে টিউবওয়েল এর পানি খাওয়া নিয়া গন্ডগোল হয়। ঐ সময় হায়দার বলিয়াছিল যে পানি নিতে আসলে হত্যা করবে। বাদশা, নজরুল, সোবহান, রহমান, বাহাজ, হাজীতন, বোন আছিরন ঐ ঝগড়াকালে ছিল এবং তাহারা ঐ কথা শুনিয়াছিল। ঐ সময় ভাই প্রতি উত্তরে বলিয়াছিল যে সরকারী টিউবওয়েলে এর পানি খাইব, দেখি তুমি কর কি ?

জেরাকালে তিনি বলেনঃ টিউবওয়েলের অল্প উত্তরে তাহার বাড়ী। এর পরে শুককুরের বাড়ী। টিউবওয়েলের দক্ষিন পাশ্বে আসামীর বাড়ী ও বশিরের বাড়ী।

টিউবওয়েল এর আশেপাশে ৩০/৪০ ঘর লোক আছে। গ্রামের সবাই ঐ টিউবওয়েল ব্যবহার করে। টিউবওয়েল এর পার্শ্বে ইউ,পি রাস্তা। ঐ রাস্তায় তাহারা স্কুলের বাজারে যায়। রাত্র ৮/৯ পর্যন্ত গ্রামের লোকজন ঐ রাস্তা দিয়া চলাফিরা করে। ভাই অজু করিয়া বাড়ী আসিয়াই নামাজ পড়িত। পার্শ্বে মসজিদ নাই। নামাজের সময় সবাই টিউবওয়েলে অজু করে। তিনি দিন মজুরের কাজ-কাম করে, মৃত ভাই ও দিন মজুরে কাজ করিত। ঐ দিন কাজ কর্ম শেষে চাল ডাল দিয়া অজু করতে গিয়েছিলেন। ঐ দিন তাহার ভাইসহ ১০ জন একত্রে কাজ করিয়াছেন। টিউবওয়েলের পাড়ে একাই হায়দার ছোরা মারে। ভাইয়ের হত্যার জন্য হায়দার দায়ী। তিনি এজাহারে ৮ জনকে আসামী করিয়াছেন। সত্য নয় যে এজাহারে বলিয়াছে যে, ভাই অজু করতে টিউবওয়েল এর পাড়ে গিয়াছিল। সত্য নহে যে, এজাহারে বলেন নাই যে মৃত ভাই সোবহানকে ডাক দিয়া বলে ছিল, সোবহান বাঁচাও ও হায়দার ছোরা মারিয়াছে। এজাহারে বলে নাই যে, মৃত বাড়ীর আঙ্গীনায় গিয়া সকলের সামনে বলিয়াছিল যে হায়দার তাহাকে হত্যা করিয়াছে। বেলা ডুবার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনা। সত্য নয় যে, ঐ দিন বিকালে হায়দারের সঙ্গে কোন গন্ডগোল হয় নাই। সত্য নয় মৃত হায়দার তাহাদের মারার কথা বলে নাই। সত্য নয় মৃত ব্যক্তি চুরি ডাকাত করাইয়া বেড়াইত এবং তাহাকে ঐ কাজের জন্য অজ্ঞাত লোকরা হত্যা করিয়াছে। সত্য নয় হায়দার মৃতকে হত্যা করে নাই এবং ঐ ধরণের কোন ঘটনা হয় নাই। (রিকল) মৃত ভাইয়ের চিৎকার শুনে পুরুষ মানুষের পর মেয়ে মানুষও বাহির

হইয়া আসিয়াছিল। মৃত ভাইয়ের স্ত্রী হাজিতন ও বাহির হইয়া আসিয়াছিল। ভাবীও মৃত ভাইকে ধরিয়াছিল।

রাষ্ট্রপক্ষের ২ নং সাক্ষী মোঃ নজরুল ইসলাম, জবানবন্দীতে বলেন মৃত শুককুর বাড়ীর আধা রশি পূর্বে তাহার বাড়ী। মৃত ও তিনি এক সঙ্গে দিন মজুরের কাজ করিয়া থাকিত। ঘটনাকালে বাড়ীতে ছিলেন। ঘটনাকালে মৃত চিৎকার দিয়া বলে যে সোবাহান ভাই আগান, আমাকে হায়দার ছোরা মারিয়াছে। এই চিৎকার শুনিয়া দৌড়াইয়া আসিলে মৃতকে তার বাড়ীর আঙ্গিনায় দেখতে পান আর তখন সে সোবহানকে বলিতেছিল যে হায়দার তাহাকে ছোরা মারিয়াছে। তাহার মত তখন ঐ সব কথা সোবাহান, মেনাজ, বাহাজ, আঃ রহমান ও বাদশা শুনিয়াছিল। ঐদিন সকালে মৃতের সহিত হায়দারের টিউবওয়েল পাড়ে ঝগড়া হইয়াছিল। ঐদিন সন্ধ্যা অজু করতে গেলে হায়দার তাহাকে টিউবওয়েল এর পাড়ে ছোরা দ্বারা আঘাত করে সকালের ঘটনার জন্য আক্রোশে হায়দার মৃতকে হত্যা করিয়াছে। আসামী ঘটনার পর হইতে পলাতক।

জেরাকালে তিনি বলেন যে, চিৎকার শোনার পর তাহারা ৫/৭ জন আসার পরপর গ্রামের প্রায় ৫০/৬০ জন আসে। ঘটনার দিন তাহারা মৃত সহ ৮/৯ জন ইছমাইল হাজীর বাড়ীতে দিন মজুরের কাজ করিয়াছিলেন। সকাল ৭, ৭ ১/২ টার দিকে হাজীর বাড়ীতে কাজে যান। ঘটনার দিন টিউবওয়েল এর পাড়ে ঝগড়া হওয়া দারোগাকে বলিয়াছিলেন কিনা মনে নাই। তাহার পিতা মাতা নামাজ পড়েন। তাহার বাড়ীতে টিউবওয়েল বা কুয়া নাই। ৩০/৪০ ঘরের লোকজন ঐ টিউবওয়েল এর

পানি খায় এবং অজু করে। ঘটনাটি সন্ধ্যার পর।বাবাকে অজু করতে তিনি দেখে নাই। কোন নামাজের জন্য অজু করতে গিয়াছিল বলতে পারেন না। সত্য নয় যে, সোবহান, রহমান, বাহাজ, এর উপস্থিতে হায়দার মৃতকে মারিয়াছিল এমন কথা দারোগাকে বলে নাই, সত্য নয় মৃত ব্যক্তি বদ লোক ছিল এবং তাহার শত্রুছিল। সত্য নয় যে ঐ দিন মৃতের সহিত হায়দারের কোন ঝগড়া হয় নাই এবং হায়দার মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করে নাই, তিনি মৃতের আত্মীয়, শত্রুতার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন। সত্য নয় যে মৃত ব্যক্তি কোন চিৎকার দেয় নাই এবং মৃত ব্যক্তি তাহাদের সামনে কোন কিছু বলে নাই। সত্য নয় যে মৃতকে তাহার শত্রুরা হত্যা করিয়াছে।

রাষ্ট্রপক্ষের ৩ নং সাক্ষী মোঃ আবদুর রহমান বলেন যে, মৃত শুককুরের বাড়ীর ১০ হাত উত্তরে তাহার বাড়ী। ঘটনা কালে তিনি বাড়ীতে ছিলেন। বেলা ডুবার পর ঘটনা এবং বেলা ডুবার পর বাড়ীতে বসে ভাত মুখে দিব দিব অবস্থায় মৃত শুককুরের চিৎকার শুনেন। মৃত শুককুর সোবাহানকে ডাকিয়া হায়দার ছোরা মারিয়াছে বলিয়া চিৎকার দিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি টিউবওয়েল পাড়ে আসেন এবং দেখিতে পান যে, মৃত তার বাড়ী দিকে আর হায়দার তার বাড়ীর দিকে যাইতেছে। এর পর শুককুরের বাড়ী যান এবং শুককু বলে যে, হায়দার তাহাকে ছোরা মারিয়াছে। এই কথা বলার সময় সেখানে বাহাজ, নজরুল, বাদশা, সোবাহান প্রমুখ উপস্থিত ছিল। তাহারা ও মৃতের কথা শুনিয়াছে। ঘটনার দিন সকালে টিউবওয়েলের পানি নিয়া মৃতের সহিত আসামী হায়দারের ঝগড়া হইয়াছিল। ঝগড়ার পর আসামী বলিয়াছিল যে, কামলাকে মারিয়া ফেলিলে কি হইবে? মৃত কৃষান বা কামলা (দিন

মজুর) লোক ছিল। এর পর হায়দার বাড়ী যায় আর মৃত কাজ করতে যায়। সকালের ঝগড়ার জন্য হায়দার মৃতকে বিকালে হত্যা করিয়াছে। মৃতের মৃত্যুকালীন জবানবন্দি সবাই শুনিয়াছে। আসামী কাঠগড়ায় আছেন।

জেরাকাকলে তিনি বলেন যে, আসামী হায়দারের শ্বশুর হইলেন মৌলভী এইচান উদ্দিন। আসামী কিসে চাকুরী করেন জানেন না। আসামী নামাজ রোজা করা বা তাবলীগ করে কি না জানেনা। তিনি নিজে নামাজ পড়েন না। সত্য নয় যে, তাহারা গ্রামের কতক লোক সারা রাত্র স্কুলের মাঠে জুয়া খেলিতেন এবং তাহা আসামী গ্রামের মেম্বার চেয়ারম্যানসহ বাধা দেওয়াতে আক্রোশে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছেন, সত্য নয় জুয়া খেলা বন্ধ করার জন্য একদিন আসামীর ভাই তাহাকে ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সাক্ষী সোবাহান তাহার গ্রামীণ সম্পর্কেই চাচাত ভাই। তাহারা ৩/৪ জন, আসামী হায়দারকে ঘটনা স্থল ইহতে যাইতে দেখেছিলেন। এজাহারের আগে তাহারা এজাহারকারীকে বলিয়াছিলেন যে, তাহারা হায়দারকে পালাইয়া যাইতে দেখেয়াছিলেন। সত্য নয় যে, দারোগাকে বলেন নাই যে তাহারা হায়দারকে পালাইয়া যাইতে দেখেয়াছিলেন। শুককুরের চিৎকার শুনে তাহাদের পরে শুককুরের মা, বউ, বাহির হইয়াছিল। অন্ধকার নামিয়া আসে নাই। ঐ সময় মানুষ ইত্যাদি চিনা যায়। হায়দারকে ধরার জন্য তাহার পরে তাহার বাড়ী ঘেরাও করে নাই। হায়দার টিউবওয়েলের পার হইতে তাহার বাড়ী চলিয়া আসিয়াছিল। শুককুরের চিৎকার কালে শুককুরের বাড়ীতে তার বউ, বোন ও মা ছিল। সত্য নয় যে, ঘটনার পর শুককরু চিৎকার দেওয়া, মৃতকে ও আসামীকে ঘটনাস্থলে হইতে যাইতে দেখে

এবং মৃতকে হায়দার এর মারার কথা বলা ইত্যাদি মিথ্যা কথা। সত্য নয় যে, ঐ প্রকারে কোন ঘটনা টিউবওয়েল এর পাড়ে হয় নাই। সত্য নয় যে, শুককুকে তাহার শত্রুরা অন্য সময় হত্যা করিয়াছে।

রাষ্ট্রপক্ষের ৪ নং সাক্ষী মোঃ বাদশা মিয়া, তিনি জবানবন্দীতে বলেন যে, মৃত শুককুরের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বের ২০ হাতের মধ্যে তাহার বাড়ী। ঘটনার দিন বেলা ডুবার সময় বাড়ী ছিলেন। বাজার হইতে চাউল, ডাউল সহ বাড়ী আসিয়া রাখিয়া মৃতের বাড়ীর দিকে রওয়ানা করিলে শুনতে পান যে মৃত বলিয়াছে সোবহান ভাই আগাও হায়দার তাহাকে ছোরা মারিয়াছে। এই কথা শুনার সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পান যে হায়দার ছোরা হাতে তাহার বাড়ী যাইতেছে আর মৃত দৌড়াইয়া বাড়ীর দিকে যাইতেছে, এরপর তিনি মৃতের বাড়ী যান এবং তখন মৃত বলে যে তাহাকে হায়দার ছোরা মারিয়াছে। তখন বাহাজ, নজরুল রহমান, সোবাহান প্রমুখ উপস্থিত সাক্ষীগণ চিৎকার শুনার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। টিউবওয়েল এর পাশে আসিয়া হায়দার মৃতকে ছোরা মারিয়াছিল। আসামী হায়দার আজ কাঠগড়ায় অছে।

জেরাকালে তিনি বলেন; সবার আগে তিনি শুককুরের বাড়ী গিয়েছিলেন। অন্যান্য লোকজন সাথে সাথেই চিৎকার শুনিয়া অসিয়াছিল। সত্য নয় যে, দারোগাকে বলেন নাই যে, হায়দারকে ছোরা সহ দেখিয়াছিলেন। দারোগাকে বলেন নাই যে মৃত বলিয়াছিলেন যে তাহাকে হায়দার ছোরা মারিয়াছে। সূর্য ডুবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনা। হায়দারকে টিউব ওয়েলের পাড় হইতে পালাইয়া যাইতে বাহাজ এবং রহমান দেখিয়াছে। শুককুরের চিৎকার শুনে আসামী হায়দার যখন পালায় তখন রাস্তায়

লোকজন ছিল। টিউবওয়েল ও তাহার বাড়ীর মধ্যে জমশেরের বাড়ী। কিন্তু জমশের বাড়ী থাকেনা। টিউবওয়েলের উত্তর পার্শ্বে মৃতের বাড়ী আর মৃতের বাড়ীর পূর্ব পাশে তাহার বাড়ী। টিউবওয়েলের লাগ দক্ষিনে ইয়াকুবের বাড়ী। মৃত তাহার কিছুই হয় না। সত্য নয় যে, তিনি ও এজাহারকারী মেজর আজগররের টাকা চুরি করিয়াছিলেন এবং চুরি ডাকাতি করিযা বেড়ায়। সত্য নয় যে, তাহারা কতক লোক আসামীর পুকুর হইতে মাছ চুরি করিয়াছেন এবং ঐ নিয়া গন্ডগোল হইলে আক্রোশে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছেন। সত্য নয় যে, চিৎকার শুনে মৃতকে এবং হায়দারকে দেখা মিথ্যা এবং তাদেরকে যাইতে দেখা ও মিথ্যা। সত্য নয় যে মৃত তাহার ও অন্যান্যদের উপস্থিতিতে হায়দার ছোরা মারে বলা মিথ্যা। সত্য নয় যে তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন। সত্য নয় যে, মৃতকে অন্য লোকে হত্যা করিয়াছে।

রাষ্ট্রপক্ষের ৫ নং সাক্ষী মোঃ আব্দুস সোবহান, বলেন মৃত শুককুরের বাড়ী ২/৩ হাত উত্তরে তাহার বাড়ী। তাহারা কামলা দিয়া খায়। যেদিন শুককু মারা যায়। সেদিন তিনি, শুককু, বাহাজ, নজরুল, বাদশা, ছালাম ও দুলা, ইসমাইল হাজির বাড়ীতে কামলা দিয়েছিলেন। ঐ দিন কাজ শেষে তাহারা ৫ টার দিকে ফিরেন। ঘটনার দিন বাড়ী ফিরিয়া বাজারে যান এবং বেলা ডোবার কিছু আগে বাজার হইতে বাড়ী আসেন এবং ঘরে বসার পরই টিউবওয়েল পাড়ে শুনিতে পান চিৎকার দিয়া শুককু বলিতেছে সোবাহান ভাই আগাও হায়দার তাহাকে ছোরা মারিয়াছে। চিৎকার শুনিয়া বাড়ীর বাহিরে শুককুরের বাড়ী আসিয়া দেখেন যে শুককু কাপিতেছে। তখন সেখানে বাহাজ, নজরুল, বাদশা, ও রহমানকে ও দেখতে পান। শুককু তখন

তাহাদের সকলের উপস্থিতিতে বলেন যে, হায়দার তাহাকে ছোরা মারিয়াছে। এর পর শুককু মারা যায়। ঐদিন সকালে টিউবওয়েল এর বিষয় নিয়া মৃতের সহিত হায়দারের ঝগড়া হইয়াছিল এবং ঝগড়ার পর হায়দার বলিয়াছিল যে কামলা মারিলে কি হইবে, ঝগড়ার স্বাদ মিটাইয়া দিবে।

জেরায় তিনি বলেন যে, শুককু তাহার গ্রাম সম্পর্কের চাচাত ভাই হইত। সত্য নয় যে বাদশা তাহার চাচাত ভাই। ইসমাইল হাজীর বাড়ীতে তাহারা ঐদিন রোপা ধান লাগাইয়াছিলেন। সত্য নয় যে, দারোগাকে বলেন নাই যে, ঐদিন তাহারা বাহাজ, মৃত শুককু, নজরুল গং ইসমাইল হাজীর বাড়ীতে কামলা দিয়েছিলেন। সত্য নহে যে দারোগাকে বলেন নাই যে, ঘটনার পর শুককু, তিনি, বাহাজ, বাদশা ও রহমানের উপস্থিতিতে মৃত শুককুরের বাড়ীতে বলিয়াছিল যে, হায়দার তাহাকে ছোরা মারিয়াছে। সত্য নয় যে দারোগাকে বলেন নাই যে, ঝগড়ার পর হায়দার শুককুকে বলিয়াছিল যে স্বাদ মিটাইয়া দিবে এবং কামলা মারিলে কি হইবে। সত্য নয় যে, ঘটনার দিন সকালে শুককু ও হায়দারের মধ্যে কোন ঝগড়া হয় নাই বা ঐ দিন তাহারা মৃত সহ ইসমাইল হাজীর বাড়ীতে কামলা দিতে যায় নাই। সত্য নহে যে, তিনি পকেট মারের দালাল এবং পকেট মার বাদশার পার্টনার। সত্য নয় যে, তাহারা জুয়া খেলেন এবং সেজন্য আসামী হায়দার শাসাইয়াছিল। সত্য নয় যে, আসামীর পুকুরের মাছ চুরি করার জন্য সালিশ করিয়াছিল। সত্য নয় যে, আক্রোশে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন এবং হায়দার মৃতকে মারে নাই। সত্য নয় যে, অন্য লোক কর্তৃক মৃত হত্যা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপক্ষের ৬ নং সাক্ষী মোছাঃ হাজিতন নেছা বলেন যে, মৃত শুককু তাহার স্বামী। ঘটনার দিন সাক্ষী শুককু কামলা দিতে গিয়াছিল এবং বিকালে কাজ শেষে বাজার করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলেন। মৃত ঐ দিন বেলা ডুবার পরে আসামী হায়দারের বাড়ীর পাশে টিউবওয়েলে অজু করিতে গেলে মৃত চিৎকার দিয়া বলে যে সোবহান ভাই আগাও, তাহাকে আসামী হায়দার ছোরা মারিয়াছে। এরপরই মৃত বাড়ী আসে এবং সংগে সংগেই নজরুল, সোবহান, বাহাজ, ও রহমান সেখানে আসে। তখন তাহার কোলে ৪ মাসের বাচ্চা ছিল। বাচ্ছা রাখিয়া তিনি স্বামীর পাশে আসেন। তখন মৃত বলে যে হায়দার তাহাকে ছোরা মারিয়াছে। রক্তপাতের পরই স্বামী মারা যায় এবং তিনি অজ্ঞান হইয়া যান। ঐ দিন সকালে টিউবওয়েলের পানি নিয়া হায়দারের সহিত মৃত্যের ঝগড়া হইয়াছিল। হায়দার আজ কাঠগড়ায় আছে।

জেরায় বলেন, শুককু ছোরার আঘাত খাইয়া বাড়ীর বাহিরের আঙ্গিনায় আসিয়া পড়িয়া যায়। আমাদের ঘরের সামনে পড়ে নাই। বাড়ীর লাগায় রাস্তা। যে স্থানে মৃত পড়িয়াছিল সেই স্থান হইতে আমাদের ঘর ২০/২৫ হাত দূরে হইবে। ঐ স্হানেই মৃত মারা গিয়াছে। মা বাবা বলিয়া চিৎকার দেয় নাই। চিৎকার শুনাকালে বাচ্চা কোলে নিয়া পাকসাকের প্রস্তুতি নিতেছিলাম। চিৎকার শুনার পর আমি শ্বাশুরী ও ননদ ঘর হইতে বাহির হইয়াছিলাম। টিউবওয়েল হইতে সাক্ষীদের বাড়ী দূরে। স্বামীকে জড়াইয়া ধরিলে আমার কাপড়ে রক্ত লাগে। আমার একটাই কাপড় এবং পুলিশ ঐ রক্তমাখা কাপড় দেন নাই। সত্য নয় যে, আমি দারোগাকে বলি নাই যে, স্বামী তাহার ঘরের সামনে আসিয়া পড়িয়াছিল। সত্য নয় যে, তাহার ভাসুর খোকা,

মেজর আজগরের গাড়ীর চাকা চুরি করিয়াছিল এবং তাহার স্বামী চুরি ডাকাতি করিত। সত্য নয় যে তাহার স্বামী কাজ কর্ম করিত না। সত্য নয় যে, ঐ দিন স্বামী কাজ করতে যাওয়া দারোগাকে বলেন নাই এবং বাজার করিয়া বাড়ী আসা ও বলে নাই। সত্য নয় যে, দারোগাকে বলে নাই যে তাহার স্বামী সাক্ষীদের সামনে বলিয়াছিল যে হায়দার তাহাকে ছোরা মারিয়াছিল। সতা নয় যে, হায়দারের সাথে মৃতের সকালে কোন ঝগড়া হয় নাই। সত্য নয় যে, মৃত বলে নাই যে ছোবহান ভাই আগাও, হায়দার ছোরা মারিয়াছে সত্য নয় যে শুককু তাহাদের সামনে বলে নাই যে হায়দার তাহাকে ছোরা মারিয়াছে। সত্য নয় যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৭ নং সাক্ষী বাহাজ উদ্দিন বলেন যে,মৃত শুককুর বাড়ীর ১০ হাত পূর্বে তাহার বাড়ী। ঐ দিন মৃতসহ তাহারা ৬ জন ইসমাইলের বাড়ীতে কামলা দিয়াছিলেন। ঐ দিন বেলা ডুবার সংগে সংগে বাজার হইতে বাড়ী ডুকার সংগে সংগে চিৎকার শুনিতে পান যে সোবহান ভাই আগাও, হায়দার ছোরা মারিয়াছে। তিনি সংগে সংগেই বাড়ীর বাহির হইয়া টিউবওয়েল এর পাশে আসেন এবং তখন দেখিতে পান যে হায়দার তার বাড়ী ঢুকিয়াছে আর শুককু তার বাড়ীর বাহির আঙ্গিনায় চিৎকার দিতেছে। শুককু বাড়ীর খুলানে যাইয়া বাদশা, নজরুল ও আঃ রহমানকে দেখিতে পান। তখন তাহাদের সবার সামনে বলেন যে হায়দার তাহাকে মারিয়াছে। আসামী হায়দার আজ কাঠগড়ায় আছে। সোবহান উপস্থিত ছিল। সত্য নয় যে, তাহার কথিত মতে ঐ দিন ঐ রুপ কোন ঘটনা ঘটে নাই। সত্য নয় যে,

হায়দারের ছোরা মারা মিথ্যা কথা। সত্য নয় যে, হায়দারের সহিত পুকুরে মাছ মারা নিয়া শত্রুতা আছে। সত্য নয় যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৯ নং সাক্ষী মহিম ওরফে মহিউডিদ্দিন এবং ১০ নং সাক্ষী মোঃ বাছারত আলী উভয়কে টেন্ডার ঘোষণা করা হয় এবং আসামী পক্ষ হইতে ডিকলাইন্ড ঘোষণা করা হয়।

রাষ্ট্রপক্ষের ১১ নং সাক্ষী মোঃ লাটু প্রামানিক একজন পুলিশ ব্যক্তিত্ব যিনি একজন ফর্মাল সাক্ষী মাত্র তিনি শুধু মাত্র ডাক্তারের কাছে লাশকে সনাক্ত করেন মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করেন। এই সাক্ষীকেও আসামী পক্ষ হইতে জেরা করা হয় নাই।

রাষ্ট্রপক্ষের ১২ নং সাক্ষী ডাঃ রহমত আলী বলেন যে, তিনি গত ২৩/০১/৯০ তারিখ মৃত আজগর আলী ওরফে শুককুর মৃত দেহ লাশের ময়না তদন্ত কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং লাশের গায়ে নিম্নোক্ত জখম পাইয়াছিলাম।

১। মৃতের ডান পিটে ছিদ্র যুক্ত একটা জখম পরিমান ১ ১/২"X ১" x ১ ১/২" যাহা ফুসফুস কে ছিদ্র করিয়াছে।

২। বাম বাহুর সামনে একটা ধারাল অস্ত্রের কাটা জখম পান ৪"X১ ১/২ -- X-- ১/২"।"

তাহার মতে উপরোক্ত জখম এবং অধিক রক্ত ক্ষরণে মৃতের মৃত্যু হইয়াছে এবং জখম গুলি হত্যার অভিপ্রায়ে মৃত্যুর পূর্বে সংঘটিত হইয়াছে।

আসামীপক্ষ হইতে তাহাকে জেরা করা হয় নাই।

রাস্ট্রপক্ষের ১৩ নং সাক্ষী গোলাম মওলা বলেন যে, তিনি তদন্তকারী দারোগা। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে নিজেই সাক্ষীর মৌখিক জবানবন্দি মতে

কলাম পুরণ করিয়া ও নিজেই তদন্তভার গ্রহণ করেন। এজাহার প্রদর্শনী ১ ও দস্তখত ১(১) হিসাবে সনাক্তমূলে চিহ্নিত করেন। তদন্তভার গ্রহন করিয়া ঘটনাস্থলে যান ও লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈয়ার করেন। এরপর লাশ ময়না তদন্তে মর্গে প্রেরণ করেন। ঘটনাস্থলের নকশা ও সূচী তৈয়ার করেন। নকশা ও সূচী প্রদর্শনী ২/৩ হিসাবে সনাক্তমূলে চিহ্নিত করেন। আলামত জব্দ শেষে জব্দ তালিকা তৈয়ার করেন। জব্দ তালিকা ও দস্তখত প্রদশনী ৪ ও ৪(১) হিসাবে সনাক্তমূলে চিহ্নিত করেন। সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহন শেষে অত্র আসামীর বিরুদ্ধে এ অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

জেরায় তিনি বলেন, মৃতের মা আমেনা খাতুন সাক্ষী আছে। এজাহারে আসামী সংখ্যা ছিল ৮ জন। শুককু, চিৎকার দিয়া সোবহান ভাই আগাও, হায়দার ছোরা মারিয়াছে মর্মে কোন কথা এজাহারে নাই। মৃত ঘরের সামনে পড়া এজাহারে উল্লেখ আছে। আজম খা ও হামিদ আলী মৃতকে টিউবওয়েল এর পারে জাপটাইয়া ধরা এজাহারে আছে। শুককু বাড়ীর আঙ্গীনায় আসিয়া পড়িয়া আসামী হায়দার মারার কথা বলা এজাহারে উল্লেখ নাই। পি,ডব্লিউ/২ বা অন্য কোন সাক্ষী বলে নাই যে ঐ দিন তাহারা মৃতসহ ইসমাইলের বাড়ীতে কাজ করতে গিয়াছিল। পি,ডব্লিউ/২ ঐ দিন টিউবওয়েল পাড়ে ঝগড়ার কথা বলেন নাই। পি,ডব্লিউ-৩ আঃ রহমান তাহাকে বলেন নাই যে, সে হায়দারকে টিউবওয়েল এর পাড় হইতে পালাইয়া যাইতে দেখিয়াছিল। পি,ডব্লিউ-৪ বাদশা ও হায়দারকে টিউবওয়েল পাড় হইতে পালাইয়া যাওয়া দেখা বলে নাই। পি,ডব্লিউ-সোবহান বলে নাই যে হায়দার মৃতকে

সকালে বলিয়াছিল যে সে কামলার স্বাদ মিটাইয়া দিবে। পি,ডব্লিউ ৬ হাজীতন তাহাকে বলেন নাই যে ঘরের সামনে তার স্বামী আসিয়া পড়িয়াছিল। সে সাক্ষীদের সামনে মৃতের মৃত্যুকারী জবানবন্দী করার কথা তাহাকে বলেন নাই। পি,ডব্লিউ-৭ বাহারুদ্দিন বলেন নাই যে মৃত বাড়ীর আঙ্গিনায় আসিয়া পড়িয়াছিল। সত্য নয় যে তাহার তদন্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং অভিযোগপত্র দিবার মত কোন উপাদান ছিল না। সত্য নয় যে মৃত তার অজ্ঞাত শত্রুদের দ্বারা হত্যা হইয়াছে এবং হায়দার হত্যাকারী নাই। সত্য নয় যে, সে আসামী শত্রুদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া অভিযোগপত্র দিয়াছেন।.

সকল সাক্ষীকে আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী একই ধরণের জেরা করেন, যাহার সংক্ষিপ্ত রূপ, আসামী ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত নহে। মৃত ব্যক্তি এবং ১ হইতে ৫ নং সাক্ষীগণ অসৎ চরিত্রের লোক। তাহারা চুরি ডাকাতি করে। জুয়া খেলে, অসামাজিক কাজ করে। এই সকল কাজে বাধা দিলে সাক্ষীগণ আসামীদের বিরুদ্ধে আক্রোশ বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন। মৃত ব্যক্তি অন্য কাহারো দ্বারা খুন হইয়াছে।

সকল সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, সকল সাক্ষীই তাহাদের সাক্ষ্যে একই ধরণের বক্তব্য প্রদান করিয়া পরস্পরকে সমর্থন করিয়াছেন। আপীলকারীপক্ষে সাক্ষীদের জেরা করিয়া তেমন কোন ত্রুটি বিচ্যুতি বা বৈসাদৃশ্য প্রমাণ করিতে পারেন নাই। তবে সমগ্র মামলায় আমাদের নিকট সামান্য কিছু অসংগতি পরিলক্ষিত হয় যেমন সকল সাক্ষীই তাহাদের সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, মৃত ব্যক্তি আপীলকারী কর্তৃক জখম প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সোবাহানকে আগাইয়া

আসার জন্য বলিয়াছিলেন কিন্তু এজাহারে এই সোবাহান এর কথা নাই এবং সাক্ষী হিসাবে এজাহারে তাহার নাম নাই। তবে সোবহান বিজ্ঞ আদালতে সাক্ষ্য দিয়াছেন। এজাহারে এজাহারকারী উল্লেখ করেন মৃত ব্যক্তিকে আপীলকারী পিঠে আঘাত করিয়া জখম করেন কিন্তু ময়নাতদন্তে দুইটি আঘাতের জখম পাওয়া যায় একটি পিঠে এবং বাম বাহুতে। এজাহারের অসংগতি এখানে খুবই অপ্রসাঙ্গিক এবং অতি নগণ্য ভ্রান্তি মাত্র। কেননা, ইহা মীমাংসিত সিদ্ধান্ত যে, এজাহার কোন বিশ্বকোষ নহে.। ইহা কোন মামলার শুরু নহে এমন কি শেষও নহে। ইহা একটি অভিযোগ যাহার মাধ্যমে আইন বা আদেশ গতিপ্রাপ্ত হয়। ইহা একটি আমলযোগ্য অপরাধের তদন্ত শুরু করার নিমিত্ত মাত্র। তদন্তকালেই অপরাধের বিবরণ ও ঘটনা জানা যায়। কাজেই এজাহারকে অভিযোগকারী পক্ষের মামলার প্রথম এবং শেষ কথা হিসাবে বিবেচনা করিবার অবকাশ নাই। এজাহার স্বতন্ত্র কোন সাক্ষ্য নহে যে তাহার পুরোপুরি নির্ভর করিয়া মামলার ফলাফল নির্ভর করিবে। এজাহার তথা এফ,আই,আর তথা প্রাথমিক তথ্য বিররণী নিজেই নিজের অর্থ ব্যপ্ত করিতেছে। তথা ইহা শুধুমাত্র মামলার প্রাথমিক অবস্থা মাত্র। এই ক্ষেত্রে ৫১ ডি,এল,আর ১৫৪, আল-আমিন গং-বনাম-রাষ্ট্র মামলার নজির এখানে প্রণিধানযোগ্য, যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> ”The First Information Report cannot be treated as the first and the last word of the prosecution case weight is to be given to the legal evidence adduced by a witness before the Court at the time of trial.”

এজাহার তথা প্রাথমিক তথ্য বিবরণী ইহা মামলার প্রাথমিক বিষয়ই মাত্র, যাহা কোন অবস্থায় সাক্ষ্যের স্থান দখল করিতে পারে না। যেখানে সাক্ষী হলফপূর্বক সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রে এআইআর ১৯৩৪(পেশ) ২৭ মোহাম্মদ খান গং-বনাম-ইম্পেরর মামলার নজির বিবেচনার যোগ্য। যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> ”At a criminal trial the statements of the witnesses given in the Court have to be taken as the only evidence against the accused. First Information Report may be used in checking such statements, but it cannot take the place of that evidence by itself.”

ইহা একটি খুনের মামলা, এজাহারকারী অন্যান্য সাক্ষীদের নিকট ঘটনা শুনিয়া থানায় সংবাদ দেন এবং থানার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা সংবাদদাতা ১ নং সাক্ষীর মৌখিক জবানবন্দির ভিত্তিতে এজাহার লিখেন এই দিক বিবেচনা করিয়া দেখা যায় যে, ইহা ফৌজদারী কার্যবিধি ১৫৪ ধারার বিধান মতে শুধুমাত্র আমলযোগ্য অপরাধের সংবাদ/এজাহার মাত্র এবং মামলার পরবর্তী সকল কার্যাবলী তথা তথ্য ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারারা আওতায় পড়ে। এইক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের ৩৮ ডি,এল,আর(এডি) ৩১১ মুসলিম উদ্দিন-বনাম-রাষ্ট্র মামলার নজির সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> ”-------In point of time and Information carried to the police “by somebody” is First Information Report within the meaning of section 154 of the Code of Criminal Procedure and all subsequent information fall within the purview of section 161 of the Code. Court

obliged to carefully examined the prosecution case as well as the defence version."

সাক্ষীর নাম এজাহারে দেওয়া হয় নাই, এই বিষয়ে প্রসাংগিকতা থাকিলে সাক্ষীর সাক্ষী বাতিল করিতে শুধু ইহাই যথেষ্ট হইবে না, এই ধরণের সাক্ষীর সাক্ষ্য অসারতা প্রমান করিতে হইলে সার্বিক বিষয়, ইহার সামগ্রিক অবস্থা, অন্যান্য সাক্ষীদের সাক্ষ্যের সম্মিলিত বিচার বিশ্লেষণ করিতে হইবে। এক্ষেত্রে এআইআর ১৯৭৭ (এস,সি) ১০৬৭ মামলার নজির এখানে সবিশেষ গ্রহণযোগ্য। যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

"Name of witnesses examined at trial not given in First Information Report –Though of some relevance would not be sufficient by itself to initial rejection of his evidence."

এজাহার, অভিযোগপত্র সাক্ষীদের সাক্ষ্য, জেরা অন্যান্য তথ্য উপাত্ত বিচার বিশ্লেষণে একটি বিষয় স্পষ্টতঃ যে মৃত ভিকটিমকে আপীলকারী কর্তৃক ছোরা দ্বারা আঘাত করার কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষী নাই; আপীলকারী কর্তৃক ছোরা দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে চিৎকার দিয়া বলেন যে, সোবাহান ভাই আগাও হায়দার তাহাকে ছোরা মারিয়াছে এবং এই চিৎকারে সোবাহান ৫ নং সাক্ষী, নজরুল ২ নং সাক্ষী, বাদশা ৪ নং সাক্ষী, আব্দুর রহমান ৩ নং সাক্ষী, বাহাজদ্দিন ৭ নং সাক্ষীগণ, সহ তাহার স্ত্রী ৬ নং সাক্ষী, বোন আছিরন খাতুন ৮ নং সাক্ষীগণ উপস্থিত হন এবং এই সকল সাক্ষীদের সামনে ভিকটিম বলেন যে, আপীলকারী হায়দার তাহাকে ছোরা মারিয়াছে এবং তাহার কিছু সময় পর তিনি মারা গিয়াছেন সেই মর্মে সকল সাক্ষী পরস্পরকে

সমর্থন করিয়া আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। এই আপীলকারীর উল্লেখিত ছোরার আঘাতের ফলে রক্তক্ষরণের জন্য ভিকটিমের মৃত্যু হইয়াছে যাহা ময়না তদন্তের প্রতিবেদনে সমর্থন করে, সেখানে ভিকটিমের মৃতকালীন ঘোষণা হিসাবে সাক্ষীদের সাক্ষ্যমতে তাহা সামগ্রিকভাবে স্বীকৃত বটে। মৃত্যু কালীন ঘোষণা লিখিত বা মৌখিক হইতে পারে। মৃত্যুকালীন ঘোষণা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৌখিক হইয়া থাকে। কারণ, মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে লেখার আর কোন সময় থাকে না। অত্র ভিকটিমের সময় ও তেমনই ঘটিয়াছে। কেননা, আপীলকারীর ছোরার আঘাতে ভিকটিমের ফুসফুস ছিদ্র হইয়া গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং অতি সহসা রক্ত ক্ষরণের ফলে মৃত্যুবরণ করেন; সে ক্ষেত্রে তাহার মৃতকালীন ঘোষণা লিখিত প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র। তবে তাহা অলিখিত বিধায় অগ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচনার অবকাশ নাই। কেননা তাহার ঘোষণা যাহারা শুনিয়াছিলেন তাহারা সকলেই তাহার ঘোষণাকে সমর্থন করিয়া শপথ পূর্বক আদালতে সাক্ষ্য দিয়াছেন।

১ নং সাক্ষী বলিয়াছেন ‘‘আঘাত পাইয়া মৃত বাড়ীর আঙ্গীনা পর্যন্ত আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখানে নজরুল, বাদশা, রহমান, ছোবাহান, বাহাজ ও আরো অনেকে আসেন এবং এদের সবার সামনে ভিকটিম বলে যে হায়দার তাহাকে ছোরা মারিয়াছে।’’ ২ নং সাক্ষী বলেন ‘‘চিৎকার শুনিয়া দৌড়াইয়া আসিলে মৃতকে তার বাড়ীর আঙ্গীনায় দেখিতে পাই, আর তখন সে ছোবাহানকে বলিতেছিল যে, হায়দার তাহাকে ছোরা মারিয়াছে। আমার মত তখন ঐ সব কথা ছোবাহান, মেনাজ, বাহাজ, আঃ রহমান ও বাদশা শুনিয়াছিল।’’ ৩ নং সাক্ষী বলেন, "বেলা ডুবার পর বাড়ীতে

বসলে ভাত মুখে দিব দিব অবস্থায় শুকরের চিৎকার শুনি মৃত শু°ুর সোবাহানকে ডাকিয়া হায়দার ছোড়া মারিয়াছে বলিয়া চিৎকার দিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমি টিউবওয়েল পাড়ে আসি এবং দেখতে পাই যে, মৃত তার বাড়ীর দিকে আর হায়দার তার বাড়ীর দিকে যাইতেছে। এরপর আমি শু°র এর বাড়ী যাই এবং শু°র বলে যে হায়দার তাহাকে ছোরা মারিয়াছে। এ কথা বলার সময় বাহাজ, নজরুল, বাদশা, সোবহান প্রমুখ উপস্থিত ছিল। তাহারা আমার মত মৃতের কথা শুনিয়াছে"। ৪নং সাক্ষী বলেন যে, মৃত বলিয়াছে সোবহান ভাই আগাও হায়দার আমাকে ছোরা মারিয়াছে। এ কথা শুনার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পাই যে হায়দার ছোরা হাতে তাহার বাড়ী যাইতেছে আর মৃত তার বাড়ীর দিকে দৌড়াইয়া যায় এবং মৃত তখন বলে যে তাহাকে হায়দার ছোরা মারিয়াছে। তখন বাহাজ, নজরুল, রহমান, সোবহান প্রমুখ উপস্থিত সাক্ষীগণ চিৎকার শুনার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল"। ৫নং সাক্ষী বলেন, "চিৎকার শুনিয়া বাড়ীর বাহিরে শু°রের বাড়ী আসিয়া দেখি যে শু°র কাঁপিতেছে। তখন সেখানে বাহাজ, নজরুল, বাদশা ও রহমানকে দেখতে পাই। শু°র তখন আমাদের সকলের উপস্থিতিতে বলে যে হায়দার তাকে ছোরা মারিয়াছে"। ৬ নং সাক্ষী বলেন, "এরপরই মৃত বাড়ী আসে এবং সংগে সংগে নজরুল, সোবহান, বাহাজ ও রহমান সেখানে আসে। আমার তখন কোলে ৪ মাসের বাচ্চা ছিল। বাচ্চা রাখিয়া আমি ও স্বামীর কাছে আসি। তখন মৃত বলে যে হায়দার তাহাকে ছোরা মারিয়াছে"। ৭নং সাক্ষী বলেন "শু°রের বাড়ীর খুলানে যাইয়া বাদশা, নজরুল ও আঃ রহমানকে দেখতে পাই। তখন আমাদের সবার সামনে বলে যে, হায়দার তাহাকে মারিয়াছে"। এই

সকল সাক্ষীদের সামনে মৃত্যুর পূর্বে ঘটনা বলার পর ভিকটিম মারা যায় এবং সকল সাক্ষীই তাহা পরস্পরকে সমর্থন করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এই হিসাবে ইহাকে মৃত ব্যক্তির মৃতকালীন ঘোষণা হিসাবে উপরোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্যে স্পষ্টতই প্রতীয়মান। তাই শুধুমাত্র এই মৃতকালীন ষোঘণাকে সৎ ও গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য বিবেচনা করিয়াই আসামীকে দন্ড প্রদান আইনসিদ্ধ।

যে ব্যক্তি গুরুতর জখম হইয়া মরিতে বসিয়াছেন তখন স্বতঃপ্রনোদিত হইয়া তিনি তাহার জখমের জন্য যে বা যাহারা দায়ী তাহাদের সম্পর্কে সত্য কথন প্রদান করিবেন এটাই মানবীয় প্রত্যাশা। বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই মনে করেন মৃত্যুর সময় কোন মানুষ মিথ্যা বা ছলনার আশ্রয় নিতে পারেনা বা বিদ্যেষবশত মিথ্যার আশ্রয় নিয়া নির্দোষকে দায়ী করিবে না। এই সব কারণে মৃত্যুকালীন জবানবন্দী শ্রুতি সাক্ষ্য হওয়া সত্যেও আদালত গ্রহণ করিয়াছে যাহা মীমাংসিত সিদ্ধান্ত। ফরমাল সাক্ষী ছাড়া সকল সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন যে ভিকটিম অজু করার জন্য ঘটনাস্থলের টিউবওয়েলে গিয়াছিলেন। সে ক্ষেত্রে এবং তখন বেলা ডুবার পর তথা মাগরিবের নামাজের সময় এই ধরণের পরিবেশ ভিকটিমের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী বিনা বাক্যে গ্রহণ করা যায় এবং এই মামলার ক্ষেত্রে তাহা সাক্ষ্য আইনের ৩২ ধারার বিধান অনুযায়ী অত্যন্ত তৎপর্যপূর্ণ প্রাসাঙ্গিক বলিয়া আমরা মনে করি। এক্ষেত্রে ৩ বিএলডি, ১৯৩ টুকু মিয়া-বনাম-রাষ্ট্র মামলায় গৃহিত সিদ্ধান্ত উল্লেখ্য, যাহা নিম্নরূপঃ

> ”From what has been stated in dying declaration immediately after he was assaulted and while he was in dying state there is no reason to disbelieve

his dying declaration as in such condition and such time he had no reason to make false statement to implicate the accused."

সার্বিক আলোচনা, পর্যালোচনা, উপরোক্ত নজিরগুলির সিদ্ধান্ত, নিম্ন আদালতের তর্কিত রায়, আপীলে হেতুবাদ, মামলার অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত, উপাদান-উপকরণ, সাক্ষ্যাদি অত্যন্ত সতর্কতা ও নিবিড়ভাবে বিচার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করিয়া উপরোক্ত সামান্য কিছু ভাষাগত অনিয়ম ও অসংগতি পরিলক্ষিত হয় যাহা আইন প্রয়োগের এবং দন্ড প্রদানের ক্ষেত্রে তেমন কোন ত্রুটি বিচ্যুতি আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় নাই ; যাহাতে তর্কিত রায় হস্তক্ষেপ করা সমীচীন হইবে।

অতএব,

ফলাফল,

উপরোক্ত পর্যলোচনা, পর্যবেক্ষণ ও নজিরগুলের সিদ্ধান্তের আলোকে আপীলটি না-মঞ্জুর করা হইল। গাইবান্ধা দায়রা জজ আদালতের দায়রা মামলা নং ৪৪/৯১, যাহার জি আর নং ৫৯/৯০, যাহা গাইবান্ধা থানার মামলা নং ৮ তারিখ ২২/০১/১৯৯০ হইতে উদ্ভূত, তাহাতে প্রদত্ত ২০/০৫/১৯৯২ ইং তারিখের দন্ডাদেশ ও সাজার রায় বহাল রাখা হইল।

নিম্ন আদালতের নথি ফেরত প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করা হইল।

wePvicwZ এম, ইনায়েতুর রহিম t

Awg GKgZ|